যুগান্তর

তারিখ ... 7 FEB 2019 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

আলটিমেটাম শেষ : আজও বাজারে আসছে না সব বই

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারও ব্যর্থ হচ্ছেন প্রকাশকরা। তৃতীয় কিস্তির বইও আজ পুরোপুরি বাজারে আসছে না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অর্ধেক বইও বাজারে ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। ছাপার কাজ শেষ। কিন্তু বাঁধাই সমস্যার কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রকাশকদের ডেকে শনিবারের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় কিস্তির ৭৬ লাখ কপির সব বই বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওদিকে বাজার পর্যবেক্ষণে গঠিত টাস্কফোর্স দ্বিতীয় দিনেও অ্যাকশনে যায়নি। ফলে বাজারে এখনও অতি চড়া দামে দেদার বিক্রি হচ্ছে পাঠ্যবই। টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব লোকমান হোসেন ভূঁইয়া জানান, আজ সকাল ১০টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তারা বৈঠকে মিলিত হবেন। সেখানেই যাবতীয় ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। এবারের পাঠ্যবই নিয়ে দেশব্যাপী চরম সংকট দেখা দেয়। প্রকাশকদের দাবি, বই কম ছাপানোর কারণে ছাপার আগেই সংকট দেখা দিয়েছে। মোট চাহিদার অর্ধেক বই ছাপানো হয়েছে। আর সরকারি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ এনসিটিবির পর্যবেক্ষণ হল, যে ২ কোটি ৬০ লাখ বই ছাপার আদেশ দেয়া হয়েছে, প্রকাশকরা তা ছেপে বাজারে ছাড়লে কোন সংকটই হতো না। প্রকাশকরা সে কাজ না করে একদিকে সরকারি কাগজ লোপাট করেছে। অন্যদিকে বই কিছু ছাপলেও তা গুদামজাত করে রেখেছে। আর এ সুযোগে নকল এবং নিউজপ্রিন্টের বইয়ে বাজার সয়লাব হয়েছে। এ অবস্থায় দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায় সরকার। সংবাদপত্রে অব্যাহত রিপোর্ট আর অভিভাবকদের চাপের মুখে আজ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

আজ : বাজারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষ পর্যন্ত প্রকাশকদের ডেকে সরকার আজকের মধ্যে তৃতীয় কিস্তির সব বই বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির ১ কোটি ৮৪ লাখ বই ছাপা হয়েছে কিনা, কাগজ লোপাট হয়েছে কিনা, বইয়ের সংকট কেন বা বই মজুদ হয়েছে কিনা এবং বইয়ের দাম অতিরিক্ত রাখা হচ্ছে কিনা— ইত্যাদি বিষয় দেখার জন্য পাঁচ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করে।

র‍্যাব-পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্সকে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'দিন পার হয়েছে। অথচ তাদের কাজের অগ্রগতি নেই। এখনও তারা বসতেই পারেনি। মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি এবং প্রকাশক সূত্রে জানা গেছে, কাগজ লোপাটকারী হিসেবে ১৪টি আর বই মজুদদার হিসেবে আরও ৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমদিকে রয়েছে হাসান বুক ডিপো (একাই ৩০ কোটি টাকার কাজ নিয়েছে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে), সরকার এন্ড সন্স, প্রমা, অনন্যা ট্রেডার্স, আবদুল্লাহ এন্ড সন্স, পপুলার লাইব্রেরি, জনতা, মৌসুমী অফসেট প্রেস, আলমগীর প্রেস, সিটি প্রকাশনী প্রভৃতি মুদ্রণ এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

৪ ফেব্রুয়ারি গঠিত ৫ সদস্যের টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন র‍্যাবের সদর দফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) লে. কর্নেল রেজা নূর রহমান। সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন এনসিটিবির সচিব লোকমান হোসেন মিয়া। বাকি তিনজন হলেন এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হক, মহানগর পুলিশের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ডিসি এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আব্বাছ উদ্দিন।

এদিকে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালক শাহ আলম বৃহস্পতিবার রাতে যুগান্তরকে জানিয়েছিলেন, শনিবারের মধ্যে সব বই শতভাগ বাজারে ছাড়া সম্ভব নাও হবে। কারও কারও বিলম্ব হতে পারে। তিনি বলেন, সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে এখন তাদের তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।

অনন্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক শুক্রবার বিকালে বইমেলায় বসে জানান, তার সব বই প্রকাশ ও বাঁধাই শেষ। বিক্রয়াদেশও নেয়া হয়েছে। আজ বাজারে ছাড়বেন। তবে সবাই শতভাগ বই ছাড়তে নাও পারেন। তিনি বলেন, বড় সমস্যা বাঁধাইয়ে। একুশের মেলা হওয়ায় রাত-দিন কাজ করেও পাঠ্যবইয়ের বাঁধাই সিডিউল মেলানো যাচ্ছে না। তবে তার জানা মতে, বই ছাপা কাজ সবারই শেষ।

প্রসঙ্গত, সরকারের সঙ্গে প্রকাশকদের চুক্তি অনুযায়ী ২১ জানুয়ারির মধ্যে সব বই বাজারে আসবে। কিন্তু আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সময় বাড়িয়ে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তীর্ণ করা হয়। এরপরও আজ পর্যন্ত সব বই বাজারে আসেনি। মাধ্যমিকের মোট ৭৬টি বইয়ের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ ১৪টি বই প্রথম কিস্তিতে ৯৪ লাখ, দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩৮টি বইয়ের ৯০ লাখ এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২৪টি বইয়ের ৭৬ লাখ কপি বাজারে ছাড়ার কথা ছিল।